بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

দয়ালু ও মমতাময় আল্লাহর নামে।

ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার ও আপনার পবিত্র পরিবারের প্রতি আমার সালাম।

বিয়ে বেহেশতের পথ

মূল:

হোসেইন দেহনাভী

অনুবাদ:

মুহাম্মাদ ইরফানুল হক

সুদৃষ্টি প্রকাশ

শিরোনাম : **বিয়ে বেহেশতের পথ**

মূল : ইমাম রিদা (দ.)-এর মাজার কর্তৃপক্ষ
মাশহাদ, ইরান।

অনুবাদ : মুহাম্মাদ ইরফানুল হক

প্রকাশক : সুদৃষ্টি প্রকাশ

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত।

প্রকাশকাল : ১৫ শাবান, ১৪৪২ হিজরি,
১৬ চৈত্র, ১৪২৭ বাংলা,
৩০ মার্চ, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ।

মুদ্রণ : মা প্রিন্টার্স
২০১ ফকিরেরপুল, ১ম লেন, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

কম্পোজ ও প্রচ্ছদ : আলতাফ হোসাইন

মূল্য : ৫০ টাকা

সূচিপত্র

ভূমিকা ৬

বিয়ের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা এবং যথাযথ বয়স..................................৯

১. বিয়ের মাধ্যমে আমরা পূর্ণতায় পৌঁছি...৯

২. আল্লাহ বিবাহিত মানুষের ইবাদতকে বেশী মূল্য দেন ৯

৩. বিয়ের মাধ্যমে আমরা সামাজিক আত্নীয়তা বৃদ্ধি করতে পারি ১০

৪. বিয়ের বয়সকে দেরী করিয়ে দিবেন না...১০

জীবন সঙ্গী বাছাই করা...১২

৫. বস্তুগত দিকটির চেয়ে আত্মিক দিকটিকে বেশী মূল্য দিন ১২

৬. জীবন সঙ্গী বাছাই করার সময় নৈতিকতা হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড..১২

৭. আল্লাহকে পথ দেখানোর অনুরোধ করুন সঠিক জীবন সঙ্গী বেছে নেওয়ার সময় ১৩

বিয়ের শর্তসমূহ ও বিয়ের উৎসব ১৪

৮. মুগ্ধকারী মোহরানা সুখের নিশ্চয়তা দেয় না... ১৪

৯. বিয়ের অনুষ্ঠান করুন রাতে.. ১৪

জীবন সঙ্গী-র সাথে সম্পর্ক...১৫

১০. কোরআন থেকে সাহায্য খুঁজুন ১৫

১১. আপনার জীবন সঙ্গীর সাথে ভালো আচরণ করুন.................................১৫

১২. আপনার জীবন সঙ্গীর জন্য সুখ বয়ে আনুন ১৬

১৩. আপনার জীবন সঙ্গীকে আপনার সৌন্দর্য উপহার হিসাবে দিন ১৬

১৪. আপনাদের পরস্পরের জীবনে নিজেদেরকে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে ভাবুন ১৭
১৫. আপনার সঙ্গীর পরিবারের প্রতি সম্মান দেখান ১৭
১৬. আপনার পরিবারের প্রয়োজনগুলো মেটাতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করুন ১৮
১৭. সংযম জীবনে কতইনা গুরুত্বপূর্ণ!...১৮
১৮. তৃপ্ত থাকুন এবং অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন ১৯
১৯. পরিবারের কল্যাণ বৃদ্ধি করুন যখন আপনি ব্যয় বহন করতে সক্ষম.........১৯
২০. শিশুরা...২০
২১. শিশুরা হলো আল্লাহর উপহার ২০
পিতামাতার দায়িত্ব ২১
২২. সন্তানদের জন্য সুন্দর নাম পছন্দ করুন..২১
২৩. পরিচ্ছন্ন ও হালাল খাদ্য শুধু দেহকেই পুষ্টি দেয় না—আত্মাকেও দেয়.... ২১
২৪. আপনার শিশু সন্তানদের সাথে খেলা করার সময় বের করুন ২২
২৫. শিশুদের উৎসাহ দিন...২২
২৬. শিশুদের শারীরিক শাস্তি দেওয়া এড়িয়ে চলুন ২৩
২৭. আপনার সন্তানকে অন্য মানুষকে ভালোবাসতে শিক্ষা দিন ২৩
২৮. শিশুদের শিক্ষা দানের বিষয়ে ধৈর্যশীল হোন ২৪

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

قَالَ اللهُ تَعَالٰى :

«وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا إِلَيْهَا وَ جَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ».

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন: "এবং তার নিদর্শনগুলোর একটি হলো যে, তিনি তোমাদের জন্য সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সত্তা থেকেই, যেন তোমরা তাদের মাঝে আরাম খুঁজে পাও এবং তিনি তোমাদের মাঝে মমতা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন আছে ঐ ব্যক্তিদের জন্য—যারা গভীরভাবে চিন্তা করে।" [সূরা রূম: ২১]

বিয়ে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

* "আল্লাহর কাছে একজন ঘুমন্ত বিবাহিত ব্যক্তির মর্যাদা, সারা দিন রোজা রাখা এবং সারা রাত নামাজ পড়া অবিবাহিত ব্যক্তির চেয়ে উত্তম।" [বিহারুল আনওয়ার, খণ্ড-১০৩, পৃষ্ঠা-২২১]

* "তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে সবচেয়ে কলুষিত হলো অবিবাহিতরা।" [আত্-তাহ্যীব, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৩৯]

* "হে যুবকেরা, যদি তোমাদের কেউ বিয়ে করতে সক্ষম হও, তাহলে বিয়ে কর; কারণ, নিশ্চয়ই তা তোমাদের দৃষ্টিকে ফিরিয়ে আনে [অন্য নারীদের দিক থেকে] এবং তা তোমাদের লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণ করে।" [মুস্তাদ্রাকে ওয়াসাইলুশ্ শিয়া, খণ্ড-১৪, পৃষ্ঠা-১৫৩]

* "[দোযখের] আগুনের অধিবাসীদের অধিকাংশই হবে অবিবাহিত।" [মান লা ইয়াহ্জুরুহুল ফাক্বীহ, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৮৪]

* "যে ব্যক্তি আশা করে যে, আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময় সে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র থাকবে, তাহলে তার উচিৎ একজন স্ত্রীকে সাথে নিয়ে তাঁর সাক্ষাতে যাওয়া।" [মান লা ইয়াহ্জুরুহুল ফাক্বীহ, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৮৫]

* “নিশ্চয়ই কুমারী নারীরা হলো গাছের ফলের মতো, যখন এর ফল পাকে অথচ তা আহরণ করা হয় না, তখন সূর্যের আলো সেগুলোকে নষ্ট করে দেয় এবং বাতাস ঐগুলোকে ছড়িয়ে ফেলে দেয়। কুমারী নারীদের অবস্থাও একই রকম। যখন তারা বুঝতে পারে, যা নারীরা মনে অনুভব করে থাকে, তখন স্বামী ছাড়া এর আর কোন ঔষধ নেই। যদি তাদেরকে বিয়ে না দেওয়া হয়, তাহলে তারা কলুষ থেকে নিরাপদ থাকতে পারে না, কারণ তারাও মানুষ।” [আল-কাফী, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৩৭]

* “তোমাদের সন্তানদের বিয়ে দাও, তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের আচরণকে ভালো করে দিবেন, তাদের রিযিক্ বৃদ্ধি করবেন এবং তাদের পারস্পরিক মর্যাদাকে বৃদ্ধি করবেন।” [বিহারুল আনওয়ার, খণ্ড-১০৩, পৃষ্ঠা-২২২]

* “কোন নারীর জন্য অশুভ লক্ষণ হলো তার উচ্চমূল্যের মোহরানা এবং তার বদমেজাজ।” [বিহারুল আনওয়ার, খণ্ড-৫৮, পৃষ্ঠা-৩২১]

* “আমার উম্মতের মধ্যে ঐ নারীরা শ্রেষ্ঠ যাদের চেহারা খুব সুন্দর, অথচ তাদের মোহরানার দাবি কম।” [বিহারুল আনওয়ার, খণ্ড-১০৩, পৃষ্ঠা-২৩৬]

* “যে ব্যক্তি কোন নারীকে বিয়ে করে শুধু তার সুন্দর চেহারার জন্য, আল্লাহ ঐ নারীর সৌন্দর্যকে তার জন্য ক্ষতির কারণ করে দেন।” [ওয়াসাইলুশ্ শিয়া, খণ্ড-২০, পৃষ্ঠা-৫৩]

* “কোন নারীকে বিয়ে করো না তার সৌন্দর্যের জন্য; কারণ, তার সৌন্দর্য তার মাঝে অধার্মিকতা সৃষ্টি করতে পারে; আর না সম্পদের জন্য কাউকে বিয়ে করবে; কারণ, তার সম্পদ তাকে অবাধ্য করতে পারে; বরং, নারীকে বিয়ে কর তার ধার্মিকতার জন্য।” [আল-মুহাজ্জাতুল বাইদ্বা, খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা-৮৫]

* “তোমরা নারীদের জন্য উচ্চ মোহরানা নির্ধারণ করো না, কারণ তা শত্রুতা সৃষ্টি করে।” [ওয়াসাইলুশ্ শিয়া, খণ্ড-২১, পৃষ্ঠা-২৫৩]

* আমীরুল মু'মিনীন ইমাম আলী (দ.) বলেছেন: “আল্লাহর বিধান অনুযায়ী দু'জন ব্যক্তির বিয়ের জন্য যখন কোন সুপারিশ করা হয়, সেটি হলো শ্রেষ্ঠ সুপারিশ।”
[আত্-তাহ্যীব, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৪১৫; আল-কাফী, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৩১]

* ইমাম সাদিক্ব (দ.) বলেছেন: “সবচেয়ে ঘৃনিত গুনাহ তিনটি:
    ১. অতিরিক্ত খাটানোর মাধ্যমে পশুকে হত্যা করা;

২. মোহরানা আটকে রাখা এবং
৩. শ্রমিকের মজুরী না দেওয়া।” [বিহারুল আনওয়ার, খণ্ড-৬৪, পৃষ্ঠা-২৬৮]

বিজ্ঞ পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বংশের ইমামগণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামের পরে “আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মুহাম্মাদ ও আলে মুহাম্মাদ (হে আল্লাহ, মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের রক্ত সম্পর্কীয় পরিবার ও বংশের ওপর কল্যাণ বর্ষণ করুন)” বলা উত্তম বিধায় তাদের নামের পরে (দ.) লেখা হয়েছে।

ইমাম রিদা (দ.)-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বংশের অষ্টম ইমাম হলেন ইমাম আলী ইবনে মূসা আর-রিদা (দ.)। তিনি ১১ জিলক্বদ, ১৪৮ হিজরিতে মদিনায় জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি ১৭/২৯ সফর ২০৩ হিজরিতে ইরানের প্রাচীন তূস নগরীতে, বর্তমান মাশহাদ শহরে শাহাদাত বরণ করেন। তার পূর্বপুরুষদের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছ থেকে আসা হাজার হাজার হাদীস তার কাছে সংরক্ষিত ছিলো। তিনি জনগণকে কোরআন, হাদীস ও ধর্মীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং মারেফাত শিক্ষা দিতেন। বহু বছর ধরে শত শত অলৌকিক ঘটনা তার মাজারে পরিলক্ষিত হয়েছে যা রাষ্ট্রীয়ভাবে দলিলবদ্ধ করা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। এ বইটিতে বিয়ে সম্পর্কে তার মূল্যবান উপদেশগুলো মুমিনদের জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

—অনুবাদক
১৭-০৩-২০২১

বিয়ের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা এবং যথাযথ বয়স

১. বিয়ের মাধ্যমে আমরা পূর্ণতায় পৌঁছি

একজন ব্যক্তির আবেগ ও শারীরিক প্রয়োজনগুলো একমাত্র তার জীবনসঙ্গীর মাধ্যমে মিটে এবং এর ফলাফল হয় শান্তি, যা মানুষকে সাহায্য করে উচ্চতর লক্ষ্যগুলোর দিকে এগোতে। একারণে আমাদের আলেমগণ বলেছেন যে, বিয়ের মাধ্যমে মানুষের অর্ধেক ঈমানকে শয়তানের কাছ থেকে রক্ষা করা হয়েছে এবং এই নিরাপত্তার সময়ে যেন সে চেষ্টা করতে পারে বাকী অর্ধেককে রক্ষা করার জন্য। কিছু নির্দিষ্ট সৎগুণাবলী আছে যেগুলো শুধুমাত্র বিয়ের মাধ্যমে লাভ করা যায়; যেমন: দায়িত্বানুভূতি ও স্বার্থপরতা এড়িয়ে চলা। আত্মিক পূর্ণতা লাভের জন্য উর্ধজগতের দিকে মানুষের যাত্রায় পরিবারের চেয়ে ভালো কোন বাহন নেই। কন্যা

ইমাম রিদা (দ.) বলেছেন: "একজন মহিলা ইমাম বাক্বের (দ.)-এর কাছে এলো এবং বললো: "আমি আত্মিক পূর্ণতা (কামালিয়াত) অর্জন করতে চাই, তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি বিয়ে করবো না।" ইমাম বাক্বের (দ.) বললেন: "এটা করো না, যদি বিয়ে এড়িয়ে যাওয়া কোন ভালো গুণ হতো তাহলে ফাতেমা (দ.) নিশ্চিতভাবে সে নৈতিক গুণটি অর্জন করতেন। আর মনে রেখ যে, যখন আত্মিক পূর্ণতা এবং নৈতিক গুণাবলীর বিষয়টি আসে তখন তার (হযরত ফাতেমার দ.) চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কেউ নেই।" [বিহার আল আনওয়ার- ১০৩/২১৯]

২. আল্লাহ বিবাহিত মানুষের ইবাদতকে বেশী মূল্য দেন

পরিবার হলো একটি দূর্গ, যার ভিতরে মানুষ সব বিপদ থেকে মুক্ত। এটি হলো উর্বর এক ভূমি, যেখানে আধ্যাত্মিক মেধা বৃদ্ধি পায়। বিবাহিত ব্যক্তিরা প্রকৃতির নিয়মকে শ্রদ্ধা করে মানসিক আরাম বোধ করেন এবং আল্লাহকে মেনে চলে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করেন এবং আল্লাহর কাছে সম্মান ও রহমত লাভ করেন। বিয়ের মাধ্যমে আল্লাহ ঐশী রহমত পাঠান এবং এই রহমতগুলো আমরা পুরস্কার হিসাবে পাই, যখন আমরা বিয়ের মাধ্যমে কারও হাত ধরি।

ইমাম রিদা (দ.) বলেছেন: "এক ব্যক্তি ইমাম বাক্বের (দ.)-এর কাছে এলো। ইমাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি কি বিবাহিত?" লোকটি বললো, "না"। ইমাম বললেন: "আমি এই পৃথিবী ও এর মাঝে যা কিছু আছে তার কিছুই পছন্দের দেখি না যদি আমি এক রাত আমার স্ত্রী ছাড়া ঘুমাই। বিবাহিত মানুষের দুই রাকাত নামাজ অবিবাহিত মানুষের দিনের বেলা রোজা ও সারা রাতের ইবাদাতের চেয়ে উত্তম।" [মুসনাদ আল-ইমাম রিদা ২/২২৫]

৩. বিয়ের মাধ্যমে আমরা সামাজিক আত্মীয়তা বৃদ্ধি করতে পারি

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে আমরা বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে আসি। মানুষের সামাজিক উন্নতি নির্ভর করে অন্যদের সাথে তার মানবিক সম্পর্ক বিস্তারের ওপর। স্বামী তার স্ত্রীর আত্মীয়দের সাথে পরিচিত হয় এবং স্ত্রী পরিচিত হয় তার স্বামীর আত্মীয়দের সাথে। এসব সম্পর্কের লাভজনক দিক হলো, আরও মানুষের সাথে পরিচিত হওয়া, তাদের অভিজ্ঞতার অংশীদার হওয়া এবং মূল্যবান বন্ধুত্ব গড়ে তোলার সুযোগ লাভ করা।

ইমাম রিদা (দ.) বলেছেন: "যদি আল্লাহ সুবহানাহু ও তায়ালা বিয়েকে এত জোরালোভাবে প্রস্তাব নাও করতেন, তারপরও বিয়ের অনেক লাভ আছে। যেমন: আপনারা যাদেরকে চিনেন না, তাদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুললেন এবং যাকে আপনারা চিনেন তার সাথে বন্ধন আরো শক্তিশালী করলেন—একজন বিজ্ঞ ব্যক্তিকে (আপনার প্রতি) আগ্রহী করার জন্য। [মীযান আল হিকমাহ-২/১১৭৮]

৪. বিয়ের বয়সকে দেরী করিয়ে দিবেন না

প্রকৃতির মত মানুষের প্রকৃতি বসন্ত, গ্রীস্ম, শরৎ ও শীতকাল-এর ভেতর দিয়ে যায়। প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার প্রথম বছরগুলো হলো যুবক বয়সের বসন্ত এবং বিয়ের জন্য সবচেয়ে ভালো সময়, যদিও বিয়ের জন্য অন্যান্য শর্ত আছে। আমাদের উচিত বিয়ের প্রকৃতিগত সময়টিকে দেরী করিয়ে না দেওয়া। বিয়ের সময় দেরী করিয়ে দেওয়ার ফলে অনেক সামাজিক ও ব্যক্তিগত খারাপ পরিণতি হয়। যে সমাজে বিয়ের

বয়স বেশী, সেখানে নৈতিক অন্যায় ঘটার সম্ভাবনাও বেশী। এর মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হলো ব্যাভিচার। যথা সময়ে বিয়ে শয়তানকে হতাশ করে দেয়।

ইমাম রিদা (দ.) বলেছেন: "আপনাদের কন্যারা হলো একটি গাছের ফলের মত। যখন ফল পেকে যায়—তা অবশ্যই তুলে নিতে হবে। নয়তো তা সূর্যের নীচে শুকিয়ে যাবে এবং বায়ুপ্রবাহে এর স্বাদ নষ্ট হয়ে যাবে।" [বিহার আল আনওয়ার-১৬/২২৩]

জীবন সঙ্গী বাছাই করা

৫. বস্তুগত দিকটির চেয়ে আত্মিক দিকটিকে বেশী মূল্য দিন

বিবাহিত জীবনের আরম্ভ হলো একটি সুন্দর ভালোবাসার আরম্ভ। আপনি কখনোই বস্তুগত জিনিস দিয়ে কারো অন্তর জিতে নিতে পারবেন না । যদিও আর্থিক কল্যাণ গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু মানুষের মনকে যা শান্তি দেয়, তাহলো একজন জীবন সঙ্গীর সাথে বসবাস করা—যার পরিশুদ্ধ নৈতিক গুণাবলী তাকে উন্নতির অনুভূতি এনে দেয়। অর্থনৈতিক সমস্যা সবসময়ই থাকে। তবে যদি আমরা মনে করি আধ্যাত্মিকতা হলো মূল বিষয়, তাহলে আমরা অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোকে মোকাবেলা করার জন্য আরও ভালোভাবে প্রস্তুত থাকবো। অনেক পরিবার আছে, যারা অর্থনৈতিক সমস্যা সত্ত্বেও টিকে থেকেছে এবং পরিবারকে আরও শক্তিশালী রাখতে পেরেছে। যদি আমরা মনে করি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা অন্তরগুলোতে ভালোবাসা সৃষ্টি করেন এবং তিনি আমাদের সাহায্য করবেন, তাহলে আমাদের আর কোন দুশ্চিন্তা থাকবে না। আসুন আল্লাহর ওপর আস্থা রাখি—যিনি সব বিয়েতে নিশ্চয়তা দিয়েছেন।

ইমাম রিদা (দ.) বলেছেন: "যদি কোন পাত্র থাকে, যে ধার্মিক এবং নৈতিকতা সম্পন্ন—তাকে গ্রহণ করুন এবং তার আর্থিক দৈন্যতার বিষয়ে দুঃশ্চিন্তা করবেন না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন: 'অবিবাহিত পুরুষ—যারা দরিদ্র—আল্লাহ তাদেরকে তাঁর উদার দান থেকে ধনী করে দিবেন।' [বিহার আল আনওয়ার ১০০/৩৭২]

৬. জীবন সঙ্গী বাছাই করার সময় নৈতিকতা হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড

জীবন সঙ্গী বাছাই করার সময় আমাদের একটি মানদণ্ড দরকার। পাত্র এবং পাত্রীকে অবশ্যই একই অবস্থার হওয়া উচিত; যেন তারা চরিত্রের স্বাধীনতা বজায় রেখে পরিবার ব্যবস্থাপনা করতে পারে এবং সন্তোষজনক শারীরিক সম্পর্ক লাভ

করতে পারে। সম্পদ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পছন্দ, সমপর্যায়ের শিক্ষা, শারীরিকভাবে দেখতে কেমন, মানসিক পরিপক্কতা, দায়িত্ববোধ, শারীরিক ও মানসিক প্রস্তুতি-এগুলোকে বিবেচনা করতে হবে জীবন সঙ্গী বেছে নেওয়ার সময়। তবে নৈতিকতা হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড; কারণ, আপনি হয়তো কখনোই সুখী হবেন না যদি জীবন সঙ্গী হয় অনৈতিক চরিত্রের।

ইমাম রিদা (দ.)-কে এক ব্যক্তি চিঠি লিখলেন: "আমার একজন আত্মীয় আমার কন্যাকে বিয়ে করতে চায়, কিন্তু সে বদমেজাজী। আমার কী করা উচিত?" ইমাম তাকে উত্তর পাঠালেন: "যদি সে বদমেজাজী হয়, তাহলে তার সাথে তোমার কন্যাকে বিয়ে দিও না।" [মুসনাদ আল ইমাম রিদা ২/২৮০]

৭. আল্লাহকে পথ দেখানোর অনুরোধ করুন সঠিক জীবন সঙ্গী বেছে নেওয়ার সময়

প্রায়ই দেখা যায় যে, জীবন সঙ্গি বেছে নেওয়ার সময় আমরা কিছু সমস্যার সম্মুখীন হই। আমরা চিন্তায় পড়ি সঠিক সিদ্ধান্তটি কী হবে। বিষয়টি সম্পর্কে ভালোভাবে ভাবার পর যদি আমরা সঠিক মানুষদের সাথে আলোচনা করি এবং এরপরও যদি আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় থাকি, তাহলে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া উচিত। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে বিষয়টি আলোচনা করে, সে সঠিক পথ পায় এবং কখনও এর জন্য আফসোস করতে হয় না। আমাদের বিশ্বাস করা উচিত যে, আল্লাহর ওপর আস্থা রেখে আমরা সবচেয়ে ভালোটিই বেছে নিবো।

ইমাম রিদা (দ.) বলেছেন: "যখন আপনি বিয়ে করতে চাইবেন তখন আল্লাহর সাথে বিষয়টি আলোচনা করুন, এরপর বিয়ে করুন। একটি দোয়া করুন—আকাশের দিকে হাত তুলে বলুন: "হে আল্লাহ, আমি বিয়ে করতে চাই। আমাকে সবচেয়ে ভালো, সবচেয়ে দয়ালু এবং সবচেয়ে আল্লাহভীরু নারী দিন—আমাকে এবং আমার জীবন রক্ষা করার জন্য।" [বিহার আল আনওয়ার ১০০/২৩৪]

বিয়ের শর্তসমূহ ও বিয়ের উৎসব

৮. মুগ্ধকারী মোহরানা সুখের নিশ্চয়তা দেয় না

মোহরানা হলো বিয়ের আগে হবু স্ত্রীর প্রতি হবু স্বামীর উপহার, যা হলো স্বামীর আন্তরিকতা ও নারীর সম্মানের প্রতীক। বিয়ে কোন ব্যবসা চুক্তি নয়, না নারী হলো বিক্রয় হওয়ার জন্য কোন পণ্য। মোহরানা হলো ভালোবাসার প্রতীক, যা ভবিষ্যতে একটি সুন্দর জীবন আরম্ভ হওয়ার স্মৃতিচিহ্ন হয়ে থাকবে। তাই এ বিষয়ে আমাদের কঠোর হওয়া উচিত নয়। আমাদের বিশ্বাস করা উচিত যে, মুগ্ধকারী মোহরানা সুখের কোন নিশ্চয়তা নয়; বরং, এ বিষয়ে এবং অন্যান্য বিষয়েও আমাদের উচিত মহান ব্যক্তিদের অনুসরণ করা।

ইমাম রিদা (দ.) বলেছেন: "যখন আপনি বিয়ে করবেন, নিশ্চিত করুন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) তার স্ত্রীদের যে মোহরানা দিয়েছিলেন, তার চেয়ে আপনার বস্তুগত মোহরানা যেন বেশী না হয়; আর তা হলো ৫০০ দিরহাম।" [বিহার আল আনওয়ার ১০০/৩৪৯]

৯. বিয়ের অনুষ্ঠান করুন রাতে

রাত হলো পবিত্রদের বসন্ত এবং ভালোদের বাগান। রাতে মানুষ প্রকৃতি এবং তার সৃষ্টিকর্তার আরও কাছে থাকে। রাত হলো আধ্যাত্মিক ইবাদত ও অনুচ্চস্বরে ভালোবাসার কথা বলার সময়, রাত হলো শান্তির উৎস এবং নারী হলো হৃদয়ের শান্তি। রাতে যখন আকাশ তার চাঁদবধু-র মাথায় ফুলের তাঁবু ফেলে—তখনই হলো বিয়ের অনুষ্ঠানের সবচেয়ে সুন্দর সময়।

ইমাম রিদা (দ.) বলেছেন: "ইসলামের সুন্নাত হলো রাতের বেলা বিয়ের অনুষ্ঠান করা; কারণ, আল্লাহ রাতকে করেছেন শান্তির সময়, আর নারী হলো শান্তির মাধ্যম।" [ফুরু আল-কাফি ৫/৩৬৬]

জীবন সঙ্গী-র সাথে সম্পর্ক

১০. কোরআন থেকে সাহায্য খুঁজুন

যখন পরিবারের আবহাওয়া কোরআনের সুবাসে সৌরভময় হয়ে ওঠে, তখন জীবনের একটি আলাদা অর্থ দাঁড়ায়। সমস্যার মুখোমুখি হলে আমরা শক্তি খুঁজে পাই, হতাশা ও তাড়াহুড়া প্রতিস্থাপিত হয় আশা ও দৃঢ়তা দিয়ে এবং আমরা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে নমনীয় হই। কোরআন আমাদের সবচেয়ে শক্তিশালী সমর্থন দেয়। আল্লাহর কথাগুলোর রহমত আমাদের জীবনে আনে অনন্ত সুখ। শয়তান ঐ বাসায় কখনো ঢুকবে না যেখানে কোরআন তেলাওয়াত করা হয়—যেখানে ভাসে ফেরেশতাদের সুবাস, তাদের পালক ও পাখার সৌরভ।

ইমাম রিদা (দ.) বলেছেন: "নিশ্চিত করুন আপনার পরিবার যেন কোরআন থেকে নেয়, যেন তারা স্বস্তি খুঁজে পায়। কোরআন পরিবারে রহমত ও বৃদ্ধি আনে।" [আল মাহিজা আল বেইযাহ ২/২২০]

১১. আপনার জীবন সঙ্গীর সাথে ভালো আচরণ করুন

যখন স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের সাথে ভালো আচরণ করে, তখন তারা শুধু একটি পরিবারের জন্য ভালো একটি ভিত্তিই পায়নি—তারা আত্মিকভাবে ও মানসিকভাবে এর ইতিবাচক চিহ্নগুলো দেখতে পাবে। প্রকৃতপক্ষে, ভালো আচরণ হলো প্রথম নীতি, যার প্রতি স্বামী-স্ত্রী বিশ্বস্ত থাকতে হবে। কারণ, তা ছাড়া কোন শান্তি অর্জিত হবে না—যা পরিবার টিকে থাকার নিশ্চয়তা দেয় এবং যুগলের পূর্ণতা লাভের ক্ষেত্র তৈরী করে। বিয়ের আসমানী শর্ত হলো জীবন সঙ্গীর সাথে ভালো আচরণ করা।

ইমাম রিদা (দ.) বলেছেন: "কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি আমার আরও নিকটবর্তী থাকবে, যে এ পৃথিবীতে রসিক এবং তার পরিবারের সাথে ভালো আচরণ করে।" [মুসনাদ আল ইমাম রিদা ১/২৯৭]

* يَوۡمَ نَدۡعُواْ كُلَّ أُنَاسِۢ بِإِمَٰمِهِمۡۖ

"সেদিন আমরা প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাদের ইমামসহ ডাকবো।" [সূরা বনি ইসরাইল-৭১][১]

১২. আপনার জীবন সঙ্গীর জন্য সুখ বয়ে আনুন

দম্পতির পরস্পরের প্রতি দায়িত্বের মধ্যে একটি হলো পরস্পরের জন্য আনন্দ নিয়ে আসা। বিবাহিত জীবনে আনন্দ হলো মানসিক স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রকাশ। সুখ হলো পরিবারের মাঝে একটি জ্বলন্ত বাতি, যা একে সবসময় আলোকিত রাখে। যে দম্পতি পরস্পরের জন্য আনন্দ বয়ে আনে, তারা এক ছাদের নিচে সুখে বসবাস করতে পারে। তাই আসুন পরস্পরকে সুখী করতে সবচেয়ে ভালো আচরণগুলো করি।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে উদ্ধৃত করে ইমাম রিদা (দ.) বলেছেন: "কিয়ামতের দিন আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে আনন্দিত করবেন যে তার স্ত্রীকে আনন্দিত করে।"

১৩. আপনার জীবন সঙ্গীকে আপনার সৌন্দর্য উপহার হিসাবে দিন

দম্পতির পরস্পরের প্রতি দায়িত্বগুলোর একটি হলো, তারা তাদের সঙ্গীর জন্য নিজেকে সুন্দর করবে। যখন পুরুষ নিজেকে তার স্ত্রীর জন্য সুন্দর করে, স্ত্রী স্বামীর মধ্যে ডুবে যায় এবং ঘরে এই সুখ ও সন্তুষ্টি প্রতিফলিত হয়। অন্যদিকে ঘরের সম্মানিতা যখন নিজেকে তার স্বামীর জন্য সাজায়, তখন নৈতিক পবিত্রতার সৌরভে বাড়ি ভরে যায় এবং রহমতের বৃষ্টি ঐ বাড়িতে পড়তেই থাকে।

ইমাম রিদা (দ.) বলেছেন: "বহু মহিলা নৈতিক পবিত্রতার পথ থেকে বেরিয়ে গেছে, যেহেতু তাদের স্বামীরা ছিলো শারীরিক চেহারার বিষয়ে অবহেলাকারী।" [মাকারিমুল আখলাক্ব, ৮১]

[১] বাংলা অনুবাদক

১৪. আপনাদের পরস্পরের জীবনে নিজেদেরকে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে ভাবুন

প্রত্যেক দম্পতির জন্য আল্লাহ ভালো আচরণ বাধ্যতামূলক করেছেন। আমরা যদি পরস্পরের সাথে ভালো আচরণ করি, তাহলে আমরা আশা ও আনন্দের একটি বিবাহিত জীবন বেছে নিলাম। আমাদের চেষ্টা করা উচিত পরস্পরের প্রতি সুন্দর ও সদয় হওয়া। যখন কোন মত পার্থক্য উপস্থিত হয়, তখন আমাদের উচিত ন্যায়পরায়ণ হওয়া; আমাদের উচিত না পরস্পরের দিকে রাগতভাবে তাকানো। এক কথায় আমাদের উচিত পরস্পরের অধিকারকে সম্মান করা। যদি আমরা আমাদের সঙ্গীর প্রতি দায়িত্ব পালন করি, তাহলে আমরা পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিদের দলভুক্ত হবো।

ইমাম রিদা (দ.) বলেছেন: "সবচেয়ে ভালো নারী হলো তারা—যারা ভালো মেজাজের ও ধৈর্যশীল এবং তারা তাদের স্বামীদের সম্পদ ও সম্মান পাহারা দেয়। এমন ব্যক্তিরা হলো আল্লাহর প্রতিনিধি; আর তাঁর প্রতিনিধিরা কখনও হতাশ হয় না।" [মুসনাদ আল ইমাম রিদা ২/২৫৫]

১৫. আপনার সঙ্গীর পরিবারের প্রতি সম্মান দেখান

বিয়ের পর স্ত্রী ও স্বামী নতুন পরিবার খুঁজে পায়। তাদের প্রত্যেকে অন্যের পরিবারের নতুন সদস্য হয়। আপনার সঙ্গীর পিতা-মাতা আপনার পিতা-মাতার মতই এবং তাদেরকে সম্মান করার জন্য জোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যখন আপনি আপনার সঙ্গীর পিতা-মাতার সাথে সুন্দর আচরণ করবেন—আপনি আপনার সঙ্গীর প্রতি ভালোবাসাকে আরও গভীর করলেন এবং দুই পরিবারেরই সমর্থন পাবেন এবং একটি শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করবেন।

ইমাম রিদা (দ.) বলেছেন: "একজন নারীর জন্য শোভা পায় না যে, সে তার স্বামীর পরিবারের সাথে খারাপ আচরণ করবে এবং তাদেরকে অসম্মান করে তাদের সাথে কথা বলবে।" [তাফসীরে নূর আল সাক্বালাইন ৩/৩৫১]

১৬. আপনার পরিবারের প্রয়োজনগুলো মেটাতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করুন

স্বামী ও স্ত্রীর বিভিন্ন রকম প্রয়োজন আছে এবং তাদের দায়িত্ব হলো সেগুলো জানা এবং পূরণ করা। এ প্রয়োজনগুলো পূরণ করে তারা তাদের পরস্পরের অংশ নেওয়া জীবনে আনন্দ আনতে পারে এবং পরিবারের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি তৈরী করতে পারে। তবে, ইসলামে স্বামীর দায়িত্ব হলো পরিবারের আর্থিক প্রয়োজন মেটানো। অতএব, স্বামীর জানা উচিত যে, বিয়ের ভেতর এ দায়িত্ব নিহিত আছে। তার জানার থাকা দরকার যে, সে আর একা নয় এবং আর কোনদিন শুধু নিজের স্বার্থ ও প্রয়োজন নিয়ে ভাবতে পারবে না। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ঐ ব্যক্তিকে সবচেয়ে ভালোবাসেন যে তার পরিবারের জন্য উপকারী।

ইমাম রিদা (দ.) বলেছেন: “যে ব্যক্তি আল্লাহর ক্ষমা লাভের আশায় তার পরিবারের প্রয়োজন মেটানোর জন্য চেষ্টা করে, তাকে এমন এক পুরস্কার দেওয়া হবে— যারা আল্লাহর কারণে যুদ্ধ করে তাদের চেয়ে বেশী।” [ওয়াসাইল আল-শিয়া ১২/৪২]

১৭. সংযম জীবনে কতইনা গুরুত্বপূর্ণ!

একজন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি জানেন যে, জীবনের সব দিকে তার সংযমী হওয়া উচিত। সংযম হলো ভালো চিন্তা ও ভালো সিদ্ধান্তের ফল। যদি এমনও হয় যে আমরা ধনী, তারপরও আমাদের উচিত আর্থিক বিষয়ে সংযমী হওয়া। আমাদের উচিত ততটুকুই ভোগ করা যতটুকু আমাদের প্রয়োজন এবং অপচয় এড়িয়ে চলা। যদি আমরা একজন ভালো ভোক্তার নিয়ম মেনে চলি তাহলে আমরা অর্থনৈতিক সমস্যাকেও পরাজিত করতে পারবো এবং জাতীয় অর্থনৈতিক অবস্থাকেও সাহায্য করতে পারবো।

ইমাম রিদা (দ.) বলেছেন: “সংযমী হোন, যখন নিজের জন্য এবং নিজের পরিবারের জন্য খরচ করবেন। কারণ, মহান আল্লাহ সত্য বলেছেন: ‘তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে খরচের বিষয়ে, তাদের বল ...... এর অর্থ হলো সংযম’।” [মুসতাদরাক আল ওয়াসাইল ১৩/৩৮]

১৮. তৃপ্ত থাকুন এবং অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন

একজন বিবাহিত পুরুষ ও নারীকে তাদের বিবাহিত জীবনে সফলতা দান করে এমন কৌশলগুলোর একটি হলো—তাদেরকে আল্লাহ যা দান করেছেন তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা এবং বিলাসিতা, অতিরিক্ত খরচ এবং অন্যদের সাথে তাল মিলিয়ে চলা পরিহার করা। যা আল্লাহ দিয়েছেন তা নিয়ে যদি আপনি সন্তুষ্ট থাকেন, তাহলে তা আপনার আরও চাওয়ার আকাংখাকে বাধা দিবে। সবচেয়ে সুখী পুরুষ হলো সে, যার স্ত্রী সন্তুষ্ট আছে। সন্তুষ্ট স্ত্রীরা পুরুষদের একটি শান্তিপূর্ণ জীবন এনে দিতে পারে এবং যে কোন সমস্যার যথাযথ সমাধান তারা খুঁজে পাবে। সন্তুষ্ট থাকার জন্য আমাদের উচিত আমাদের আত্ম-সম্মানবোধকে বৃদ্ধি করা ও শক্তিশালী করা।

ইমাম রিদা (দ.) বলেছেন: "যে ব্যক্তি তার হালাল উপার্জন নিয়ে সন্তুষ্ট আছে, তার খরচ হবে কম এবং তার থাকবে শান্তিপূর্ণ একটি পরিবার এবং মহান আল্লাহ তাকে অন্তর্দৃষ্টি দান করবেন জানার জন্য এবং তার সমস্যার আরও ভালো সমাধানের জন্য।" [মুসনাদ আল ইমাম রিদা ১/২৬৯]

১৯. পরিবারের কল্যাণ বৃদ্ধি করুন যখন আপনি ব্যয় বহন করতে সক্ষম

কঠিন সময়ে নারীদেরকে অবশ্যই তাদের স্বামীদের সাহায্য করতে হবে এবং ধৈর্যশীল হতে হবে। পুরুষদের অবশ্যই পরিবারের কল্যাণ বৃদ্ধি করতে হবে ভালো সময়গুলোতে; যেন ঘরের সম্মানিতা নারী এমন অনুভব করেন যে, তার স্বামী তার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন পরিবারের কল্যাণ বৃদ্ধি করতে। এই অনুভূতি সব স্নায়বিক উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা সরিয়ে দিবে এবং এর স্থানে আসবে সন্তুষ্টির হাসি—ছড়িয়ে যাবে পরিবারের ভেতরে শান্তি ও সন্তুষ্টির সৌরভ।

ইমাম রিদা (দ.) বলেছেন: "ধনী ব্যক্তিদের দায়িত্ব হলো তাদের পরিবারের কল্যাণ বৃদ্ধি করা।" [ফুরু আল কাফি ৪/১১]

২০. শিশুরা

বংশধর হলো ব্যক্তির পৃথিবী ত্যাগের পর তার স্মৃতিচিহ্ন। আমাদের প্রকৃত সন্তানরা হলো তারা—যারা আল্লাহর ইবাদত করে এবং আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। একটি ভালো সন্তান তার পিতামাতার সুনাম বৃদ্ধি করে এবং তাদের নাম জীবিত রাখে। তারাই হলো সুখী—যারা এমন সন্তান জন্ম দেয়, যারা তাদের সুনাম জীবিত রাখে।

ইমাম রিদা (দ.) বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোন সন্তান জন্ম দেয়নি সে হলো এমন, যেন সে মানুষের মাঝে বাস করেনি; কিন্তু যে ব্যক্তি সন্তান জন্ম দিয়েছে সে হলো এমন, যেন তার মৃত্যু হয়নি এবং মানুষের মাঝে জীবন-যাপন করে চলেছে।" [মাকারিমুল আখলাক্ব ২১৯]

২১. শিশুরা হলো আল্লাহর উপহার

একটি ভালো শিশু হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে উপহার। শিশুরা আমাদের জীবন আনন্দ ও উদ্দীপনা দিয়ে ভরে দেয় এবং পরিবারকে একঘেয়েমিতে ভুগতে দেয় না। যখন শিশুদের হাসির শব্দ বাড়ির নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে দেয়—তা বসন্তের ফুলের মত বাড়িতে সজীবতা এনে দেয়। যখন আমরা বয়সে যুবক-যুবতী, তখন ভালো সন্তান আমাদের আনন্দ এনে দেয় এবং আমাদের সাহায্য করে; যখন আমরা বৃদ্ধ হই, তখন এবং পরবর্তী জগতে, তারা আমাদের প্রতি ক্ষমার একটি কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ইমাম রিদা (দ.) বলেছেন: "একজন মানুষের সন্তান তার প্রতি একটি উপহার।" [মুসনাদ আল ইমাম রিদা ২/৫০৭]

পিতা-মাতার দায়িত্ব

২২. সন্তানদের জন্য সুন্দর নাম পছন্দ করুন

ভালো নাম পছন্দ করা এত গুরুত্বপূর্ণ যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) মানুষের ও শহরের নাম পরিবর্তন করেছিলেন—যেগুলো শুনতে ভালো লাগতো না। একটি শিশু তার নাম চিনতে পারে খুব কম বয়স থেকেই এবং তার নামে সে একটি আলাদা পরিচয় ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলে। আমরা সন্তানের জন্য যে নাম পছন্দ করি, তা তার ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার বিষয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই ধর্মীয় শিক্ষায় এর ওপরে অনেক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কেউ তাদের পূর্ব পুরুষদের নাম পছন্দ করে, যেন নামগুলো পূর্ব পুরুষদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কেউ কেউ জাতীয় ও ধর্মীয় বিখ্যাত ব্যক্তিদের নামে নাম রাখে। এই আশায় যে, তাদের সন্তানরা ঐসব মানুষের গুণাবলী ধারণ করবে। যদি আমরা আমাদের শিশুদের জন্য ধর্মীয় ব্যক্তিদের নাম পছন্দ করি, তাহলে আমাদের শিশুদের সাথে আমাদের অনেক ভালো আচরণ করা উচিত; যেন তারা ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের মহত্ত্ব অনুভব করে এবং সবসময় তাদেরকে মনে রাখে এবং তাদেরকে জীবনে নমুনা হিসাবে নেয় এবং তাদেরকে অনুসরণ করে।

ইমাম রিদা (দ.) বলেছেন: "যদি মুহাম্মাদ (সা.)-এর নামে কোন শিশুর নাম রাখেন, তাহলে তার সাথে সম্মানের সাথে আচরণ করুন এবং তার সাথে গোমড়া মুখে কথা বলবেন না।" [বিহার আল আনওয়ার ১১০/১২৮]

২৩. পরিচ্ছন্ন ও হালাল খাদ্য শুধু দেহকেই পুষ্টি দেয় না—আত্মাকেও দেয়

যেহেতু মায়ের দুধ আমাদের সন্তানের জন্য শ্রেষ্ঠ—মায়েদের উচিত শিশুদের পুষ্টি ও মানসিক স্বাস্থ্যের দিকে মনযোগ দেওয়া, যখন তারা দুধ খাওয়াবেন। কারণ মায়ের দুধের সাথে তার নৈতিক চরিত্র বাচ্চাদের ভিতরে স্থানান্তরিত হয়। এ কারণে আমাদের ধর্মীয় শিক্ষা বলে যে, যদি আমাদের বাচ্চাদের বুকের দুধ খাওয়ানোর প্রয়োজনে অন্য কাউকে ভাড়া করতে হয়, তাহলে আমাদের উচিত এমন কাউকে বাছাই করা যিনি প্রজ্ঞাবান, পবিত্র চরিত্রের এবং ভালো গুণাবলীর অধিকারী।

ইমাম রিদা (দ.) বলেছেন: “কোন অসুস্থ ও বুদ্ধি কম নারীকে অনুরোধ করবেন না আপনার শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে; কারণ, দুধের খারাপ প্রভাবগুলো থেকে যায়।” [মুসনাদ আল ইমাম রিদা ২/২৭৮]

২৪. আপনার শিশু সন্তানদের সাথে খেলা করার সময় বের করুন

খেলা হলো বাচ্চাদের একটি প্রয়োজন, এটি শিশুর প্রকৃতিতেই আছে। পিতা-মাতাদের জানা উচিত যে, শিশুরা যা খেলে তা হতে পারে গঠনমূলক অথবা ধ্বংসাত্মক। তাই তাদের উচিত খেলা বাছাই করার বিষয়ে সতর্ক হওয়া। মাঝে মাঝে পিতামাতা তাদের সন্তানদেরকে খেলতে দেননা, কারণ তারা ক্লান্তি অনুভব করেন। অথচ আমাদের ধর্মীয় শিক্ষা পিতামাতাদের উৎসাহ দেয় শিশু সন্তানদের সাথে খেলতে। অনেক শিক্ষা আছে যা শুধু একটি খেলার মাধ্যমে শেখানো যায়। আমাদের দুই ইমাম—হাসান ও হুসাইন—প্রায়ই তাদের নানার পিঠে বসতেন, যিনি তাদের বলতেন: “তোমাদের উটটি (আল্লাহর দিকে ভ্রমণের মাধ্যম হিসাবে) ভালো।” বাচ্চাদের খেলা তাদের ব্যক্তিত্বের ওপরে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

ইমাম রিদা (দ.) বলেছেন: “হাসান ও হুসাইন নবীর (সা.) সাথে খেলা করেছেন। যখন অন্ধকার হয়ে যেতো, নবী (সা.) তাদেরকে বলতেন: ‘এবার তোমরা তোমাদের মায়ের কাছে যাও’।” [বিহার আল আনওয়ার ৪৩/২৬৬]

২৫. শিশুদের উৎসাহ দিন

শিশুদের শেখানোর সময় উৎসাহ দেওয়া শাস্তি দেওয়ার চেয়ে বেশী ফলদায়ক। উৎসাহ শিশুর মর্যাদা জ্ঞান ও আত্ম-মর্যাদাবোধ শক্তিশালী করে। যদি আমরা শিশুর আত্ম-মর্যাদাবোধকে শক্তিশালী করি, তাহলে সে আত্ম-বিশ্বাস নিয়ে জীবনের বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলা করবে। বিপরীতে, যদি শিশুকে উৎসাহ দেওয়া না হয়, সে ভালো কাজে উৎসাহ হারিয়ে ফেলবে। যদি তার মর্যাদাবোধকে আমরা শক্তিশালী না করি, সে নিজেকে অন্যের তুলনায় কম দেখবে এবং সমস্যাগুলো মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে না।

ইমাম রিদা (দ.) বলেছেন: "আমার পিতা (নিজের সম্পর্কে) বলেছেন: 'একদিন মূসা বিন জাফর (দ.) তার পিতা ইমাম সাদিক (দ.)-এর সামনে কিছু বললেন, যা তার পিতাকে খুব আনন্দিত করলো। ইমাম সাদিক্ব (দ.) বললেন: 'হে আমার সন্তান, আমি আল্লাহকে ধন্যবাদ দেই যে, তুমি আমার জন্য আনন্দ ও গর্বের কারণ'।" [উয়ুন আখবার আল-রিদা ১/১৩৫]

২৬. শিশুদের শারীরিক শাস্তি দেওয়া এড়িয়ে চলুন

ভালো শিক্ষা দয়া ও ক্ষমাশীলতার ওপর নির্ভর করে। শিক্ষা দানে নম্রতার চেয়ে কার্যকরী কিছু নেই। শাস্তি শারীরিক হতে হবে এমন কোন কথা নেই। অর্থ হলো জাগিয়ে তোলা ও সচেতন করা। যতক্ষণ পারা যায় শাস্তি হতে হবে পরোক্ষ, যেন সন্তান অপমানিত বোধ না করে। শাস্তি হতে হবে সন্তানের অবাঞ্ছিত ব্যবহারের সমান অনুপাতে। আমাদের উচিত নয় শিশুদের ভুলের জন্য তাদের ওপর কঠিন হওয়া। আমাদের উচিত নয় তার ভিতরে গোয়ার্তুমির আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া। বিশেষভাবে সতর্ক হতে হবে, যেন আমরা আমাদের নিজেদের রাগকে প্রশমিত করার জন্য শিশুকে শাস্তি না দেই।

ইমাম রিদা (দ.) বলেছেন: "আপনার শিশুকে শারীরিক শাস্তি দিবেন না। তার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিন—তবে দীর্ঘদিনের জন্য নয়।" [বিহার আল-আনওয়ার ১০১/৯৯]

২৭. আপনার সন্তানকে অন্য মানুষকে ভালোবাসতে শিক্ষা দিন

অন্যকে সাহায্য করা ও অন্যকে ভালোবাসা ইসলামের সবচেয়ে মহান শিক্ষাগুলোর অন্তর্ভুক্ত। কারণ, মানুষেরা এক পরিবারের সদস্য এবং একজনের সমৃদ্ধি সবার সমৃদ্ধির ওপরে নির্ভরশীল। শিশুকে অবশ্যই অন্যদের প্রতি হিতাকাঙ্খার মিষ্টি সুবাসের বাস্তব অভিজ্ঞতা পেতে হবে এবং তাদের শিখতে হবে কীভাবে অন্যদের কল্যাণ বৃদ্ধি করা যায়। আমাদের শিশু সন্তানদেরকে রাতের বেলা অবশ্যই বলতে হবে যে, যখন আমরা গভীর ঘুমে যাই তখন এমন মানুষও আছে যারা ক্ষুধার্ত অবস্থায় আছে। আমাদের উচিত শিশুদেরকে বলা যে, যখন আমরা টেবিলে খাবার খেতে

বসি, তখন আমাদের উচিত ঐসব ব্যক্তিদের কথা ভাবা যারা ক্ষুধার্ত আছে। শিশুদেরকে শেখানো উচিত যে, অন্যকে সাহায্য করার কাজগুলো একটি ঢালের মত কাজ করে যা আমাদেরকে বিভিন্ন অনিষ্টের বিরুদ্ধে সাহায্য করে। আমাদের মনে রাখা দরকার অন্যকে সাহায্য করলে আমাদের ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়।

ইমাম রিদা (দ.) বলেছেন: "আপনার সন্তানদের বলুন নিজের হাতে দান করতে, তা খুব অল্প হলেও; কোন পরিমান দানই অল্প নয়, যা আল্লাহর কারণে দেওয়া হয়।" [ফুরু আল কাফি /৪]

২৮. শিশুদের শিক্ষা দানের বিষয়ে ধৈর্যশীল হোন

আমাদের শিশুসন্তানরা আমাদের জগত থেকে ভিন্ন এক জগতের নাগরিক। পিতা-মাতা হিসাবে আমাদের উচিত সে জগতটাকে বুঝার চেষ্টা করা; যেন আমরা তাদের সাথে সফলভাবে ভাবের আদান-প্রদান করতে পারি এবং তাদেরকে শেখাতে পারি। শিক্ষাদান একটি কঠিন কাজ এবং শুধু সে ব্যক্তিরাই এতে সফল হতে পারেন, যারা সব ধরণের সমস্যার মাঝ দিয়ে যেতে পারেন এবং যথেষ্ট ধৈর্য ধরতে পারেন। আমরা আমাদের সন্তানদেরকে সমৃদ্ধি উপহার দিতে পারি, যদি আমরা তাদেরকে যথাযথ শিক্ষা দিতে পারি।

ইমাম রিদা (দ.) বলেছেন: "শিক্ষাদান একটি কঠিন কাজ। শুধু ঐ ব্যক্তিরাই সফল হবে যারা অনেক চেষ্টা করে।" [বিহার আল আনওয়ার: ৭৫-৩৫৫]